দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ AUG 11 1999
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৬

সা'দত কলেজে সংঘর্ষের জের ॥ ঢাকা-টাঙ্গাইল সড়ক চার ঘণ্টা অবরোধ ॥ নিহত ছাত্রের লাশ দাফন ॥ পরীক্ষা চলবে

টাঙ্গাইল, ১০ আগস্ট (নিজস্ব সংবাদদাতা) ॥ মঙ্গলবারও সা'দত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজসহ করটিয়া এলাকা ছিল উত্তপ্ত। সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য মিছিল সমাবেশ করে ঢাকা-বঙ্গবন্ধু সেতু সড়কে কাঠের গুড়ি, লোহার শীট ফেলে অবরোধ সৃষ্টি করে। পুলিশের সঙ্গে ছাত্রঐক্যের ধাওয়া পাল্টাধাওয়া চলেছে দীর্ঘ সময়। পুলিশের গুলিতে নিহত বেলালের লাশ দাফন করা হয়েছে। কলেজ ক্যাম্পাসসহ করটিয়া এলাকায় সাড়ে চার প্লাটুন পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। এদিকে কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা যথারীতি অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

কলেজ প্রশাসন কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করার পর মঙ্গলবার ভোর থেকে ক্যাম্পাসে ব্যাপক পুলিশ মোতায়েন করা হয়। পুলিশ ছাড়া ভোর থেকে সকাল ১০টা পর্যন্ত অন্য কোন মানুষ বা ছাত্র ক্যাম্পাসে ছিল না। সকাল সাড়ে দশটার দিকে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য করটিয়া বাজার এলাকায় মিছিল বের করে। পরে এই মিছিল কলেজ ক্যাম্পাসের দিকে অগ্রসর হয়। কলেজের পূর্বপাশের গেটের কাছে মিছিল এলে পুলিশ বাধা দেয়। পুলিশের বাধা পেয়ে মিছিলকারীরা উত্তেজিত হয়ে ওঠে। এ সময় পুলিশ শর্ট গানের গুলি ছোড়ার চেষ্টা করে। ছাত্ররাও মারমুখী হয়ে ইটপাটকেল ছুড়তে গেলে ছাত্র নেতৃবৃন্দ নিষেধ করে। পরে মিছিলটি আবার বাজারের দিকে ফিরে এসে শহীদ মিনারে সমাবেশ করে। সমাবেশ থেকে ঘোষণা দেয়া হয় বেলালের লাশ দাফন না হওয়া পর্যন্ত ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে কোনপ্রকার যানবাহন চলবে না। আর পুলিশের গুলিতে নিহত বেলালের লাশের নামাজে জানাজা সা'দত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ক্যাম্পাসে করতে দিতে হবে।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জেলা ছাত্র দলের সভাপতি হাসানুজ্জামিল শাহীন, সম্পাদক কাজী শফিকুর রহমান লিটন, ছাত্র সমাজের নেতা সালাউদ্দিন হায়দার, ইব্রাহিম মোল্লা এবং পুলিশের লাঠি চার্জে আহত জেলা ছাত্রদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দুল হামিদ তালুকদার প্রমুখ। সমাবেশে ছাত্র লীগের কোন নেতা-কর্মী যোগ দেয়নি। সমাবেশ থেকে বলা হয়েছে, সোমবারের ঘটনার জন্য ছাত্রলীগই দায়ী। ছাত্রলীগই প্রথমে ছাত্রদের উস্কিয়ে দিয়েছে। এরপর তারা সাধারণ ছাত্রদের বন্দুকের মুখে রেখে পুলিশের পক্ষে যোগ দিয়েছে। ছাত্রঐক্য সমাবেশে তীব্র ভাষায় বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্টের প্রতিবাদ জানায়। জেলা ছাত্রদলও অনুরূপ প্রতিবাদ জানায়। তারা বলে নকলের দাবিতে তাদের আন্দোলন ছিল না। পুলিশ ও প্রশাসন তাদের ওপর অন্যায়ভাবে গুলি বর্ষণ করেছে, হলে ঢুকে পুলিশ নিরীহ ছাত্রদের ওপর অমানবিকভাবে নির্যাতন চালিয়েছে, হলের আসবাবপত্র ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। এই নির্যাতনের প্রতিবাদেই তাদের আন্দোলন চলেছে। গ্রেফতারকৃত ছাত্র দলনেতা ফরহাদ ইকবাল, ছাত্র শিবির নেতা রুমুসহ ১৩ জন সাধারণ ছাত্রকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ছেড়ে দেয়ার দাবি জানানো হয়।

সমাবেশ শেষে ছাত্রঐক্য ঢাকা-বঙ্গবন্ধু সেতু সড়কে অবস্থান নেয়। বেলা সাড়ে ১০টা থেকে বেলা আড়াইটা পর্যন্ত সড়ক অবরোধ চলছিল। পরে ম্যাজিস্ট্রেট রাশেদুল হাসানের নেতৃত্বে দেড় প্লাটুন পুলিশ করটিয়া বাজারে আসে। পুলিশ এসে সকলকে ছত্রভঙ্গ করে এবং সড়ক অবরোধ তুলে দিয়ে গাড়ি চলাচলের ব্যবস্থা করে। দীর্ঘ ৪ ঘণ্টা গাড়ি

(১১ পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

সা'দত কলেজে

(১২-এর পাতার পর)

চলাচল বন্ধ থাকায় হাজার হাজার যাত্রী দুর্ভোগের শিকার হয়।

এদিকে গত সোমবার পুলিশের গুলিতে নিহত বেলাল হোসেনের লাশ গ্রামের বাড়ি সোনালিয়া দাফন করা হয়েছে। নিহত বেলাল আসলে সা'দত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ইংরেজী বিভাগের ছাত্র ছিল না। সে করটিয়া মাদ্রাসার ছাত্র ছিল। বেলালের বাবা আব্দুস সাত্তার একথা জানান। অথচ সোমবার ছাত্রদলের পক্ষ থেকে বেলালকে সা'দত কলেজের ছাত্র হিসাবে জানানো হয়।

এদিকে সোমবার পুলিশের গুলিতে আহত দেড় শ'র বেশি ছাত্র গ্রেফতার এড়ানোর জন্য হাসপাতাল ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছে। আহতদের মধ্যে বেশিরভাগ ছাত্রই শর্টগানের গুলিতে আহত হয়। রাইফেলের গুলিতে আহত অনেকেই এখনও হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে। পরীক্ষা যথারীতি চলবে বলে কর্তৃপক্ষ জানায়।